অদৃষ্ট।

ভূমিকম্প।

এতাবৎ সাধারণের বিশ্বাস ছিল, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ গণনার ন্যায়, ভূমিকম্প নির্ণয় করা যায় না। বিগত ১২ জুন, শনিবার, ভারতবর্ষে ভীষণ ভূমিকম্পের পর, পুনরায় ১৯ শে বা ২০ শে জুন তারিখে ভূমিকম্প হইবে; এইরূপ সংবাদ, বহু সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হয়। সহসা সংবাদ-পত্রে এইরূপ কথার প্রচার হওয়ায় সাধারণের মধ্যে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহার সম্ভাবিতা সম্বন্ধে অনেকে আমার মত জিজ্ঞাসা করায় গণনা করিয়া দেখিলাম, গ্রহগণ যেরূপ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তন বশতঃ পুনরায় ভূমিকম্পের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। সাধারণের আশঙ্কা নিবারণার্থে আমি "ষ্টেট্স্ম্যান", "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে ভূমিকম্পের কারণ এবং পুর্নকম্পের অসম্ভাবিতা সম্বন্ধে ১৮ই জুন তারিখে একখানি পত্র প্রেরণ করি। পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

ভারতে ভূমিকম্প।

"ষ্টেট্স্ম্যান" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

সাধারণের বিশ্বাস, জ্যোতিষ গণনাপূর্ব্বক গ্রহগণের সঞ্চার নির্ণয় করিয়া, ভূমিকম্প সংঘটন, পূর্ব্ব হইতে স্থির করা যায় না। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধায়ীগণ ঘটনা অতিবাহিত হইবার পর বিজ্ঞ হইয়া থাকে। যাহা হউক, জ্যোতিষ-তত্ত্বজ্ঞগণের অবগতির নিমিত্ত লিখিত হইতেছে যে, বিগত ১২ই জুনের ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র কম্পনকারী ভূমিকম্পের সহিত জ্যোতিষ নির্ণীত গ্রহগণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উক্ত দিবসে, যে সময় এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়, সে সময় বুধ, বৃষ রাশিতে এবং তৎপ্রতিকূলে শনি, বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছিল। চন্দ্র, শনির

অতি নিকটে থাকায়, বুধের প্রায় প্রতিকূলে ছিল। বৃহস্পতি, শনি ও বুধের সহিত এক সমান্তরালস্থ হইয়া মকর রাশির অষ্টম গৃহে ছিল; এবং সৌরচক্রে মকর রাশির কিয়দংশ ভারতবর্ষের আধিপত্য স্থান। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সংঘটন গুলির মধ্যে উপরোক্তরূপ সংঘটন আকস্মিক ভূমিকম্পের অভ্রান্ত লক্ষণ। ভূমিকম্পের সম্ভাবিত কারণাবলী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বহুদর্শী সেনাপতি মরিসন, আর, এন (Morrison R. N.) মহোদয়ের মত নিম্নে কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।

"৩। যৎকালে গ্রহগণ বিশেষতঃ য়ুরেনস্, শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল—বৃষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তৎকালে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে।

"৫। বৃহস্পতি, শুক্র অথবা বুধের সম্মুখীন হইলে, বিশেষতঃ সম সপ্তমে প্রতিকূলতায় এবং সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতি করিলে, ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।"

যাহা হউক, গ্রহগণের যেরূপ সংঘটন বশতঃ এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা সকলের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে, উক্ত ঘটনার পর গ্রহগণ আর সে প্রকারে অবস্থিত নাই। বুধ এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সুতরাং আশঙ্কার আর কোনও কারণ নাই। ইতি

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

২৩ শে জুন তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় "জ্যাডকিলের ভ্রম" (Zadkiel at fault) শীর্ষক কএক পংক্তি প্রকাশিত হয়; নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

জ্যাডকিলের ভ্রম। জ্যাডকিল, বিগত ১৯ শে বা ২০ জুন তারিখে ভারতবর্ষে পুনরায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইবে, গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। "লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংবাদপত্রসমূহে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া জ্যাডকিলের ভ্রম প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৩ রা জুলাই তারিখের "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়;—

"লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকম্প সম্বন্ধে "ষ্টেট্স্ম্যান" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত

করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—"গ্রহগণ পূর্ব্ব স্থান পরিবর্ত্তন করায় ভূমিকম্পের আর কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প কম্পন অনুভূত হইতেছে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, "টাইমস্ অফ্ আসাম (Times of Assam)" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"টাইমস অফ আসাম" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ৩রা জুলাইএর "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প ভূমিকম্প অনুভূত হইতেছে। গ্রহগণের প্রতিকূল দৃষ্টিই ইহার কারণ। বিগত ১২ই জুন, (বাঙ্গালা ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে ভারতবর্ষে যেরূপ ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, এক শত বৎসরের মধ্যে সেরূপ কম্পন ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত তারিখে বুধ যে গৃহে অবস্থিত ছিল, শনি তাহার প্রতিকূলে অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে বুধ স্থান পরিবর্ত্তন করায় প্রবল ভূমিকম্পের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখনও বক্রী শনি ও বৃহস্পতির অবস্থান হইতে ঈষৎ ভূমিকম্পের আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয় নাই,—যেহেতু শনি বৃহস্পতি হইতে ৭২ অংশ (ডিগ্রী) অর্থাৎ রাশি-চক্রের ⅕ অংশ ব্যবধানে অবস্থিতি করিতেছে। আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ তিব্বৎ এবং চীনদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত দেশদ্বয়ের উপর তুলা রাশির আধিপত্য; সুতরাং আসাম ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ, বৃশ্চিকের রাজ্যের প্রথমাংশে অবস্থিত। এক্ষণে ঐ স্থানে শনি বক্রী হইয়া আছে, আগামী ২রা আগষ্ট (বাঙ্গালা ১৮ই শ্রাবণ) তারিখে শনি বক্র গতি ত্যাগ করিবে। সুতরাং সেই দিবস হইতে তাহার প্রকোপ প্রশমনের আশা করা যায়।

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

অতি নিকটে থাকায়, বুধের প্রায় প্রতিকুলে ছিল। বৃহস্পতি, শনি ও বুধের সহিত এক সমান্তরালস্থ হইয়া মকর রাশির অষ্টম গৃহে ছিল; এবং সৌরচক্রে মকর রাশির কিয়দংশ ভারতবর্ষের আধিপত্য স্থান। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সংঘটন গুলির মধ্যে উপরোক্তরূপ সংঘটন আকস্মিক ভূমিকম্পের অভ্রান্ত লক্ষণ। ভূমিকম্পের সম্ভাবিত কারণাবলী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বহুদর্শী সেনাপতি মরিসন, আর, এন (Morrison R. N.) মহোদয়ের মত নিম্নে কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।

"৩। যৎকালে গ্রহগণ বিশেষতঃ য়ুরেনস্, শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল—বৃষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তৎকালে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে।

"৫। বৃহস্পতি, শুক্র অথবা বুধের সম্মুখীন হইলে, বিশেষতঃ সম সপ্তমে প্রতিকুলতায় এবং সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতি করিলে, ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।"

যাহা হউক, গ্রহগণের যেরূপ সংঘটন বশতঃ এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা সকলের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে, উক্ত ঘটনার পর গ্রহগণ আর সে প্রকারে অবস্থিত নাই। বুধ এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সুতরাং আশঙ্কার আর কোনও কারণ নাই। ইতি

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

২৩ শে জুন তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় "জ্যাডকিলের ভ্রম" (Zadkiel at fault) শীর্ষক কএক পংক্তি প্রকাশিত হয়; নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

জ্যাডকিলের ভ্রম। জ্যাডকিল, বিগত ১৯ শে বা ২০ জুন তারিখে ভারতবর্ষে পুনরায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইবে, গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। "লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংবাদপত্রসমূহে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া জ্যাডকিলের ভ্রম প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৩ রা জুলাই তারিখের "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়;—

"লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকম্প সম্বন্ধে "ষ্টেট্স্‌ম্যান" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত

করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—"গ্রহগণ পূর্ব্ব স্থান পরিবর্ত্তন করায় ভূমিকম্পের আর কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প কম্পন অনুভূত হইতেছে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, "টাইমস্ অফ্ আসাম (Times of Assam)" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"টাইমস্ অফ্ আসাম" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ৩রা জুলাইএর "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প, ভূমিকম্প অনুভূত হইতেছে। গ্রহগণের প্রতিকুল দৃষ্টিই ইহার কারণ। বিগত ১২ই জুন, (বাঙ্গালা ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে ভারতবর্ষে যেরূপ ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, এক শত বৎসরের মধ্যে সেরূপ কম্পন ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত তারিখে বুধ যে গৃহে অবস্থিত ছিল, শনি তাহার প্রতিকুলে অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে বুধ স্থান পরিবর্ত্তন করায় প্রবল ভূমিকম্পের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখনও বক্রী শনি ও বৃহস্পতির অবস্থান হইতে ঈষৎ ভূমিকম্পের আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয় নাই,—যেহেতু শনি বৃহস্পতি হইতে ৭২ অংশ (ডিগ্রী) অর্থাৎ রাশি-চক্রের $\frac{1}{5}$ অংশ ব্যবধানে অবস্থিতি করিতেছে। আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ তিব্বৎ এবং চীনদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত দেশদ্বয়ের উপর তুলা রাশির আধিপত্য; সুতরাং আসাম ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ, বৃশ্চিকের রাজ্যের প্রথমাংশে অবস্থিত। এক্ষণে ঐ স্থানে শনি বক্রী হইয়া আছে, আগামী ২রা আগষ্ট (বাঙ্গালা ১৮ই শ্রাবণ) তারিখে শনি বক্র গতি ত্যাগ করিবে। সুতরাং সেই দিবস হইতে তাহার প্রকোপ প্রশমনের আশা করা যায়।

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিষব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতিমাসের সংক্রান্তির দিনমানের হ্রাস-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়াও লগ্নমানের চরার্দ্ধ ফল নিরূপণ করা যায়। কলিকাতার বিষব সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৩০ দণ্ড অর্থাৎ সে দিন দিবামান ও নিশামান পরস্পর সমান। বিষব সংক্রান্তি হইতে প্রতিমাসের দিবামানের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই উহা নির্দ্দিষ্ট দিনমান ৩০ দণ্ডের অধিক কি না, তাহা জানা যাইবে।

সংক্রান্তি	দিবামান		সংক্রান্তি	দিবামান	
মাস	দ.	প.	মাস	দ.	প.
১ম সংক্রান্তি	৩১	৪৩	৭ম সংক্রান্তি	২৮	১৭
২য় „	৩৩	৬	৮ম „	২৬	৫৪
৩য় „	৩৩	৪০	৯ম „	২৬	২০
৪র্থ „	৩৩	৬	১০ম „	২৬	৫৪
৫ম „	৩১	৪৩	১১শ „	২৮	১৭
৬ষ্ঠ „	৩০	০	১২শ (বিষব সংক্রান্তি)	৩০	০

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বিষব সংক্রান্তির পরবর্ত্তী প্রথম মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল, দ্বিতীয় মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং তৃতীয় মাসে ৩৪ পল পরিমাণ দিনমানের বৃদ্ধি হয়। তৃতীয় মাসের সংক্রান্তির দিনে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। পরে, চতুর্থ মাসে ৩৪ পল, পঞ্চম মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং ষষ্ঠ মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল পরিমাণ দিনমানের হ্রাস হয়। ষষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিনে দিবামান ও রাত্রিমান পরস্পর সমান হয়। অতঃপর সপ্তম মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল, অষ্টম মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং নবম মাসে ৩৪ পল পরিমাণ দিনমানের হ্রাস হয়। নবম মাসের সংক্রান্তির দিনে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পুনশ্চ, দশম মাসে ৩৪ পল, একাদশ মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং দ্বাদশ মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল পরিমাণ দিনমান বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশ মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষব সংক্রান্তির দিনে দিবামান ও রাত্রিমান পরস্পর সমান হয়। বিষব

সংক্রান্তিই চৈত্র সংক্রান্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। ৯ই বা ১০ই আষাঢ় দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ৯ই বা ১০ই আশ্বিন দিনমান ও নিশামান পরস্পর সমান হয়। অতঃপর ৯ই বা ১০ই পৌষ দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া পুনশ্চ ৯ই বা ১০ই চৈত্র দিনমান ও নিশামান পরস্পর সমান হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধির গণনা করিয়া, উহার অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত চরার্দ্ধফল নির্ণীত হইবে।

সময় বিভাগ।

(১)

বাঙ্গালা সময়কে ইংরাজী সময়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

৬০ অনুপলে	...	১ বিপল (⅖ সেকেণ্ড)
৬০ বিপলে	...	১ পল (২৪ সেকেণ্ড)
৬০ পলে	...	১ দণ্ড (২৪ মিনিট)
৬০ দণ্ডে	...	১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)

(২)

ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা সময়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

১ সেকেণ্ডে	...	(২॥০ বিপল বা ১৫০ অনুপল)
৬০ সেকেণ্ডে	...	১ মিনিট (২॥০ পল)
৬০ মিনিটে	...	১ ঘণ্টা (২॥০ দণ্ড)
২৪ ঘণ্টায়	...	১ অহোরাত্র (৬০ দণ্ড)

জাত-দণ্ড।

১। সূর্য্যোদয় হইতে দিবা দুই প্রহর বা বার ঘটিকার মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড পলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

দুই প্রহর বা বার ঘটিকার মধ্যে যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, পূর্ব্বোল্লিখিত "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ গুণ করিলে যে গুণফল

হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের নিশার্দ্ধ অর্থাৎ রাত্রিমানের * অর্দ্ধেক বিয়োগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ৯ই আষাঢ় সোমবার ইংরাজী দিবা ৯ ঘটিকা ৪০ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে—

		দণ্ড	পল	বিপল
৯ ঘণ্টায়				
৯ × ২॥০	...	২২	৩০	০
৪০ মিনিটে				
৪০ × ২॥০	...	১	৪০	০
৩৬ সেকেণ্ডে				
৩৬ × ২॥০	...	০	১	৩০
		২৪	১১	৩০
নিশার্দ্ধ †	...	১৩	১০	১৯
বিয়োগ ফল	...	১১	১	১১

অতএব উক্ত তারিখের ৯ ঘটিকা ৪০ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা ১১ দণ্ড ১ পল ১১ বিপল এবং ইহাই জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

২। দিবা দুই প্রহর বা বার ঘটিকার পর সূর্য্যাস্তের মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

দিবা দ্বিপ্রহর বা ১২ টার পর যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার সহিত

* পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখের পার্শ্বে দিবা ও রাত্রিমান লিখিত থাকে।

† ১৩০৩ সালের পঞ্জিকার ৯ই আষাঢ় তারিখের পার্শ্বে লিখিত আছে দিবা ৩৩।৩৯।২২ রাত্রি ২৬।২০।৩৮ সুতরাং নিশার্দ্ধ দণ্ড ১৩।১০।১৯

জন্মদিনের দিনমানের অর্দ্ধাংশ যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন রবিবার দিবা ইংরাজী ১টা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

		দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১ ঘণ্টায়					
১ × ২॥০	...	২	৩০	০	০
২০ মিনিটে					
২০ × ২॥০	...	০	৫০	০	০
২৪ সেকেণ্ডে					
২৪ × ২॥০	...	০	১	০	০
যোগফল	...	৩	২১	০	০
দিনার্দ্ধ *	...	১৪	২২	৬	৩০
যোগফল	...	১৭	৪৩	৬	৩০

অতএব উক্ত তারিখের ১ ঘটিকা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা ১৭ দণ্ড ৪৩ পল ৬ বিপল ৩০ অনুপল এবং ইহাই জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

৩। সূর্য্যাস্ত হইতে রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ ঘটিকার মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টার মধ্যে যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট, বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের দিনার্দ্ধ অর্থাৎ দিনমানের অর্দ্ধেক বিয়োগ করিলে যে বিয়োগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ২০শে শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ইংরাজি ১০টা ৩০ মিনিট ১২ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

* ১৮ই ফাল্গুনের দিনমান দণ্ড ২৮।৪৪।১৩ সুতরাং ইহার অর্দ্ধাংশ দণ্ড ১৪।২২।৬।৩০

		দণ্ড	পল	বিপল
১০ ঘণ্টায়				
১০ × ২॥০	...	২৫	০	০
৩০ মিনিটে				
৩০ × ২॥০	...	১	১৫	০
১২ সেকেণ্ডে				
১২ × ২॥০	...	০	০	৩০
যোগফল	...	২৬	১৫	৩০
দিনার্দ্ধ	...	১৬	২০	৫
বিয়োগফল	...	৯	৫৫	২৫

অতএব উক্ত তারিখের ১০ ঘটিকা ৩০ মিনিট ১২ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা দণ্ড ৯।৫৫।২৫ এবং ইহাই জাতকের জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

যদ্যপি ইহাতে দিনমান যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদয়াবধি জাত-দণ্ড স্থির হইবে। যথা—

রাত্রি জাত-দণ্ড	...	৯	৫৫	২৫
দিনমান	...	৩২	৪০	১০
জাত-দণ্ড উদয়াবধি		৪২	৩৫	৩৫

৪। রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টা হইতে সূর্য্যোদয় মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টার পর যত ঘণ্টা যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার সহিত সেই দিবসের নিশার্দ্ধ যোগ করিলে যে যোগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ২৭ শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি ইংরাজী ৩ টা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল এবং কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

		দণ্ড	পল	বিপল	
৩ ঘণ্টায়	...				
৩ × ২॥	...	৭	৩০	০	
১৫ মিনিটে					
১৫ × ২॥০	...	০	৩৭	৩০	
৩০ সেকেণ্ডে					
৩০ × ২॥০	...	০	১	১৫	
যোগফল		৮	৮	৪৫	
নিশার্দ্ধ		১৩	১৯	১৩	৩০
যোগফল		২১	২৭	৫৮	৩০

অতএব উক্ত তারিখের ৩ ঘটিকা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা দণ্ড ২১। ২৭। ৫৮। ৩০ এবং ইহাই জাতকের জাত-দণ্ড বা জন্মসময়।

যদ্যপি ইহাতে দিনমান যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদয়াবধি জাত-দণ্ড স্থির হইবে। যথা—

রাত্রি জাত-দণ্ড	...	২১	২৭	৫৮	৩০
দিনমান	...	৩৩	২১	৩৩	০
জাত-দণ্ড উদয়াবধি		৫৪	৪৯	৩১	৩০

লগ্ন নিরূপণ।

বিশেষ সতর্কতা সহকারে লগ্ন নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কারণ, লগ্ননিরূপণ ঠিক না হইলে জাতকের জন্ম-পত্রিকা কখনই পরিশুদ্ধ হইবে না এবং এই জন্ম-পত্রিকাই মানবের আজীবন শুভাশুভ গণনার এক মাত্র উপায়। কিরূপে লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জন্ম দিনের রবিভুক্তি নির্ণয় আবশ্যক। দিবাভাগে জন্ম হইলে উদয় লগ্নের এবং নিশাভাগে জন্ম হইলে অস্ত লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হইবে। দিবাতে জন্ম হইলে উদয় লগ্নমান হইতে এবং রাত্রিতে জন্ম হইলে অস্ত লগ্নমান হইতে রবিভুক্তি বিয়োগ করিতে হয়। বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম ভোগ্য। যদ্যপি এই ভোগ্য-অংশ জাতদণ্ডের অধিক বা সমান হয়, তাহা হইলে যে লগ্নমান হইতে রবিভুক্তি বিয়োগ করা যায়,—তাহাই জাত-দণ্ড বুঝিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল জাত-দণ্ডের সমান বা অধিক হইলে, যে লগ্নমান যোগ করা হইয়াছে, তাহাই জাত-দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ যতক্ষণ না এই যোগফল জাত-দণ্ডের সমান বা

অধিক হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পর পর লগ্নের মান যোগ করিয়া জাত-দণ্ড নিরূপণ করিতে হইবে। পশ্চাল্লিখিত লগ্ন নিরূপণ প্রক্রিয়া দেখিলে, ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি হইবে।

মনে করুন, ১৩০৩ সাল বা ১৮১৮ শকাব্দার ১৮ই ফাল্গুন রবিবার দিবা ইংরাজী ১টা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে,—জাতক কোন লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ জন্মদিনের রবিভুক্তি নির্ণয় আবশ্যক। দিবাতে জন্ম হওয়ায় এ স্থলে উদয় লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হইবে। ফাল্গুন মাসে কুম্ভ রাশিতে সূর্য্যের উদয় এবং সিংহ রাশিতে অস্ত হইয়া থাকে;—এ নিমিত্ত কুম্ভ লগ্ন উদয় লগ্ন। দিবাভাগে জন্ম হইয়াছে বলিয়া উদয় লগ্ন হইতে গণনা করিতে হইবে।

কুম্ভলগ্নের মান ৩ দণ্ড ৫৭ পল ২৬ বিপল। ১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাস ৩০ দিনে পূর্ণ; সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যাইবে এবং মাসের দিন সংখ্যা যত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিভুক্তিকে পূরণ করিলে, সেই দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যাইবে। যথা—

```
মাসের দিন সংখ্যা  )  কুম্ভ লগ্নমান   (  দৈনিক রবিভুক্তি
                      দ.  প.   বি.       প.   বি.   অনু.
      ৩০          )   ৩  ৫৭   ২৬    (    ৭   ৫৪   ৫২
                     ৬০
                    -----
                    ১৮০
                     ৫৭
                    -----
                    ২৩৭
                    ২১০
                    -----
                     ২৭
                     ৬০
                    -----
                   ১৬২০
                     ২৬
                    -----
                   ১৬৪৬
                    ১৫০
                    -----
                    ১৪৬
                    ১২০
                    -----
                     ২৬
                     ৬০
                    -----
                   ১৫৬০
                    ১৫০
                    -----
                     ৬০
                     ৬০
                    -----
```

(ক্রমশঃ)

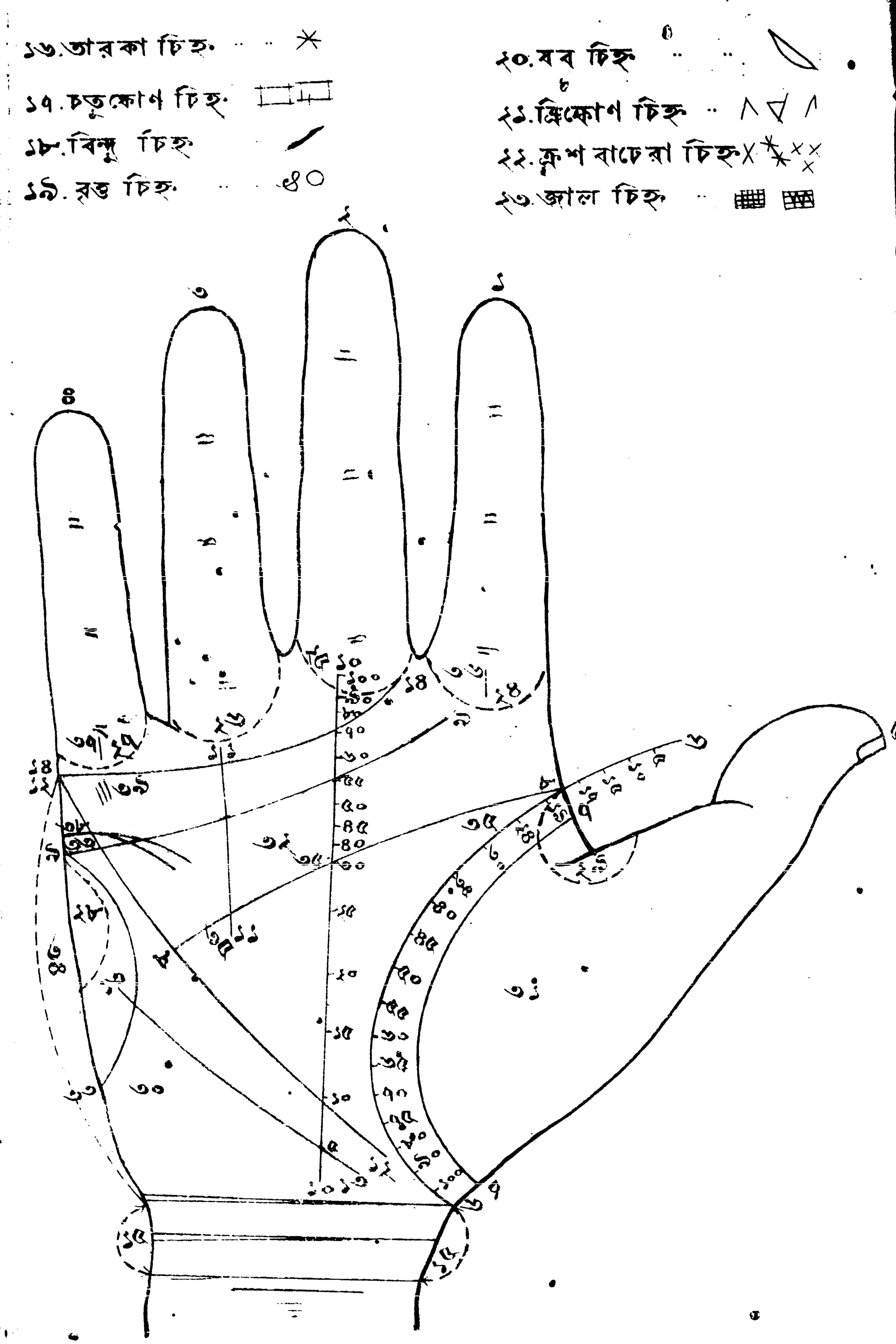

চিত্র-১

সামুদ্রিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সামুদ্রিক শাস্ত্র সম্বন্ধে স্থূল উপদেশ।

(গুরু শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।)

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের স্থূল উপদেশ লাভ করিয়া, আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, জগতে মনুষ্য, জীব, জন্তু, উদ্ভিদ, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি সমস্তই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের অধীন। তিনিই ইহাদিগের সকলের পরিচালক; তিনিই ইহাদিগের সকলের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক.—ইহারা তাঁহার নিয়ম দ্বারা তাঁহার অনন্ত সৃষ্টিসংক্রান্ত কর্ম্মসমূহ সাধনে ব্যাপৃত। এ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, কিংবা যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, এই সমস্ত তাঁহারই নিজের কর্ম্ম। যাহারা এ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ বা অধিকরণ পদ বাচ্য, বোধ হয়, তাহারা বস্তুতই কিছুই নয়,—কেবল তাহারা অনন্ত কর্ত্তার অনন্ত কার্য্যসাধনের উপকরণ মাত্র। আরও আমার বোধ হয় যে, স্থূল ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী যেরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, মানবীয় কর্ম্ম জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। জল জমিয়া বরফ হইবার জন্য উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ শীতপ্রধান লাপলণ্ড (Lapland) দেশে যে সকল কারণের ও যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, বিষব-মণ্ডলস্থ গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা-খণ্ডেও সেই সেই কারণ সমূহের ও সেই পরিমাণ উত্তাপেরই প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটী কারণ অতি সামান্যরূপে বিচলিত হইলেই, তুষার কণাও উৎপন্ন হইতে পারে না। এমন কি এই মহানগরী কলিকাতায়, কলে জল জমাইয়া বরফ প্রস্তুত হইতেছে; তাহাতেও ঐ কারণ সমূহ আবশ্যক হইতেছে। সেই প্রকার কি ইংলণ্ডবাসী, কি ভারতবাসী সকল মনুষ্যের অদৃষ্ট-চক্র বা কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে; এবং ইহাও ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনশীল। এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেছে যে, যখন আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে, যখন ইহা,

ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনশীল; যখন আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে, আমাদিগের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং যখন জাগতিক সকল ব্যাপারই সেই নিয়ন্তার নিয়মাধীন, তখন আমরা আমাদিগের কর্ম্মের জন্য কিরূপে দায়ী হইতে পারি? সকল দায়িত্বই আমাদিগের স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছে।

প্রভো, দেখিতে পাই, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ সুন্দর, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত, আবার কেহ বা এরূপ অত্মীয়বিহীন যে, যাঁহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তিনিও প্রসব করিবার অনতিবিলম্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ নানা প্রকার ভেদাভেদ ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বিবেকবিহীন আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাকে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস, তোমার জ্ঞান-লালসা দেখিয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত গুরুতর, অতি সূক্ষ্ম এবং অধিকারিভেদে গুহ্য হইলেও, তোমার জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য, স্থূল উদাহরণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় অন্যের প্রমুখাৎ শুনিবার নহে,—নিজের জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিবার বিষয়। আমাদিগের স্থূল কর্ম্মফলের দায়িত্ব সম্বন্ধে তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা ঐরূপই বটে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার আরও দুই একটী কথা বক্তব্য আছে, তাহা তোমারই বাক্যের পোষণ করিবে।

আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কিরূপে মহাভার বহনে সক্ষম হইতে পারি? সেই গুরুভার বহন করিতে সেই মহান্ পুরুষ একমাত্র কেবল নিজেই সক্ষম। অনন্তশক্তিমান এবং অনন্তজ্ঞানবানের তুলনায় আমাদিগকে একবারে শক্তিহীন ও গুণহীন বলিতে কে আপত্তি করিতে পারে? বর্ত্তমানে আমাদিগের যেরূপ গুণ ও শক্তি আছে, মনে কর, যদি তদনুরূপে পুরুষকার বা কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকর্ম্মের অসহ্য চাপে কোন্ কালে পিষ্ট হইয়া যাইতাম—আমাদের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। ক্ষুদ্র বালুকার কি সাধ্য যে, মহান্ হিমালয়ের মস্তকস্থিত বিশাল তুষার-রাশি বহন করিতে পারে? কোন্ কালে দেখিয়াছ যে, সামান্য জলবুদ্বুদ, মহান্ সাগরে ভাসমান বৃহৎ অর্ণবপোত, বক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে?

আরও দেখ, যদি সেই অনন্ত শক্তিমান্, অনন্ত জ্ঞানবান্ সৎপুরুষ, আমাদিগের মত শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, ন্যায়পরতাবিহীন অসৎ জীবের হস্তে জাগতিক কর্ম্মভারের কণামাত্রও অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা কি আমাদিগের বর্ত্তমান শক্তিহীনতা, জ্ঞানহীনতা, অন্যায়পরতা এবং সত্যরাহিত্য লইয়া সেই কণামাত্র কর্ম্মভারও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম? কখনই নহে! আমাদের চঞ্চলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা দ্বারা সেই অত্যল্প কর্ম্মফল মঙ্গলনিদান না হইয়া, অমঙ্গলের আকর হইত; বিনাশস্রোতঃ উৎপন্ন করিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিত—অনন্ত মঙ্গলময়ের অনন্তসৃষ্টির রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, কোন্ কালে লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই অনন্ত দয়াময় আমাদিগকে কোনরূপ কর্ম্মভার গ্রহণে অশক্ত জানিয়া, তাঁহার অনন্তদয়াগুণে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে কর্ম্মের কারণ মাত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন দায়িত্ব আমাদিগের উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র জীবকে তাহার ক্ষুদ্রতার জন্যই অনন্ত পরিমাণে ভালবাসেন। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার অশক্ত, অজ্ঞান শিশু সন্তানকে কি কখন জনতাপূর্ণ-পথে সহায়হীন হইয়া বিচরণ করিতে দিতে পার? তুমি তোমার প্রাণ থাকিতে পার না! তোমার শিশু সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস বলিয়া, তাহার প্রতি এত দয়া করিয়া থাক যে, তাহার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা হইলেই, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য, অসাধ্য সাধনেও যত্নবান হও। তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে জগৎপিতার প্রেম অনন্ত, ভালবাসা অনন্ত, দয়া অনন্ত, তিনি কিরূপে তাঁহার অশক্ত শিশু-সন্তানদিগকে বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মপথে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি সম্পূর্ণ জানেন, ইহাতে তাহার নাশ ভিন্ন রক্ষা হইতে পারে না। একবার প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিবে, তাঁহার অনন্ত প্রেম-নির্ঝর হইতে অনন্ত-দয়া-নদী উৎপন্ন হইয়া, কর্ম্মরাজ্যের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ইহারই জল পান করিয়া, ক্ষুদ্র জীব সকল অভাব-তৃষ্ণা দূর করিয়া জীবিত রহিয়াছে।—ইহারই জল দ্বারা কর্ম্মবৃক্ষে জলসেচন করিয়া, মঙ্গলফলের সম্ভোগ করিতেছে। তাঁহার অনন্ত দয়ার ও অনন্ত প্রেমের পরিচয় আর কি দেখিতে চাও?

স্থূল ব্যাপার ঐরূপ; কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যাপার স্থূল বিচারে দেখিতে অন্য রূপ। এক্ষণে, কি কারণে মনুষ্যের জন্মগ্রহণসময়ে অবস্থাবৈষম্য ঘটে, তাহাই

বলিতেছি। ইহা অতি গুহ্য ও সূক্ষ্ম বিষয়, অন্যের নিকট ইহা বুঝাইয়া লইবার নহে; নিজে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিলে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা অন্যের নিকট শুনিবার বিষয় নহে! ইহা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিবার বিষয়। তবে কেবল তোমার কৌতূহল নিবারণের জন্য, একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পর পৃষ্ঠার তালিকাটী দেখ। ইহাতে পর পর দশটী স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাশি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক স্তম্ভের রাশি সমষ্টি ত্রিশ। প্রথম স্তম্ভ প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় স্তম্ভ দ্বিতীয় জন্ম, তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় জন্ম ইত্যাদি জন্মসূচক। প্রত্যেক স্তম্ভের অন্তর্গত, রাশিগুলি মনুষ্যের কর্ম্মের গুরুত্ব বা পরিমাণ সূচক মাত্র। ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি মনে কর, ১ মণ, ২ মণ, ৩ মণ, ৪ মণ ইত্যাদির প্রকাশক। কর্ম্মের গুরুত্ব কর্ম্মের ফল দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কর্ম্মফলের গুরুত্বের বা পরিমাণের একক (Unit), মনে কর, ১ মণ। এইরূপে একটী কর্ম্মের গুরুত্ব ২০ মণ পর্য্যন্ত মনে কর, হইতে পারে—অর্থাৎ এক সময়ে একটী কর্ম্মের দ্বারা ২০ মণ ওজনের ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম জন্মের মনুষ্য প্রথম স্তম্ভে লিখিত সংখ্যা হিসাবে কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশ মণের অধিক হইবে না। তাহার জীবন যত দীর্ঘ বা অল্প হউক, তাহার পার্থিব অবস্থা যত উন্নত বা অবনত হউক, কিংবা তাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ বা স্থূল হউক, তাহার সমস্ত পার্থিব জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশ মণের অধিক হইবে না। অপর অপর জন্মেরও এইরূপ। সকল জন্মভুক্ত লোককেই ত্রিশ মণের অধিক করিতে হয় না। তবেই দেখ, দরিদ্র, ধনী, সুন্দর, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্মগ্রহণ সময়ে যেরূপ অবস্থা হউক না কেন, প্রত্যেককে সমস্ত জীবনে সমান পরিমাণে কর্ম্ম করিতে হইতেছে।

এক্ষণে, বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, মনুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নহে এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সামঞ্জস্যও আছে। তোমাকে এক্ষণে, যাহা বুঝাইলাম, ইহা অতি স্থূল। প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত বিষয় অতি সূক্ষ্ম, জটিল এবং গুহ্য। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে। যে তালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইলাম, উহা আধ্যাত্মিক বিষয়ের তুলনায় কিছুই নহে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪	৬	৩	৭	৯	১	৮	৫	১০
১	৩	৭	২	৮	৫	২	৭	৫	২০
২	৫	৮	৫	৩	৫	১	৯	৬	
২	৬	৯	৭	২	১	৬	১	২	
১	৩		১	১	১	৫	১	২	
১	২		১	১	১	৪	১	২	
১	৪		৪	১	১	৪	১	২	
১	৩		৬	১	১	৩	১	২	
২			১	৪	১	১	১	৪	
২				২	১	১			
২					১	১			
২					১	১			
২					১				
২					১				
২									
২									
২									
২									
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী পার্থিব স্থূল পথ অবলম্বন করিয়া বুঝাইবার নহে। তবে কেবল তোমার আগ্রহ নিবারণের নিমিত্ত একটী স্থূল পার্থিব উদাহরণের দ্বারা বলিলাম। বৎস, এতৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মানবগণকে যে নানারূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহারও একটী মুখ্য কারণ আছে। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল তিনি যেমন মহৎ আধার, ঐরূপ মনুষ্যগণকেও একটী আধাররূপে পরিণত করিবার জন্য সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের দুঃখময় কর্ম্মফল আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নহে। একটী স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারিবে। যদ্যপি এক খানি অতি বৃহৎ লৌহ-চাদর জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐ লৌহ-চাদরকে উত্তপ্ত করিয়া, হাতুড়ী ইত্যাদির আঘাত দ্বারা কোনরূপ আধারে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে, উহা আর জলমগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, জলে ভাসমান থাকিয়া, উহার স্বরূপ অপর ভারবহন করিতেও সক্ষম হইবে। এই কারণেই মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শিরোবিজ্ঞান।

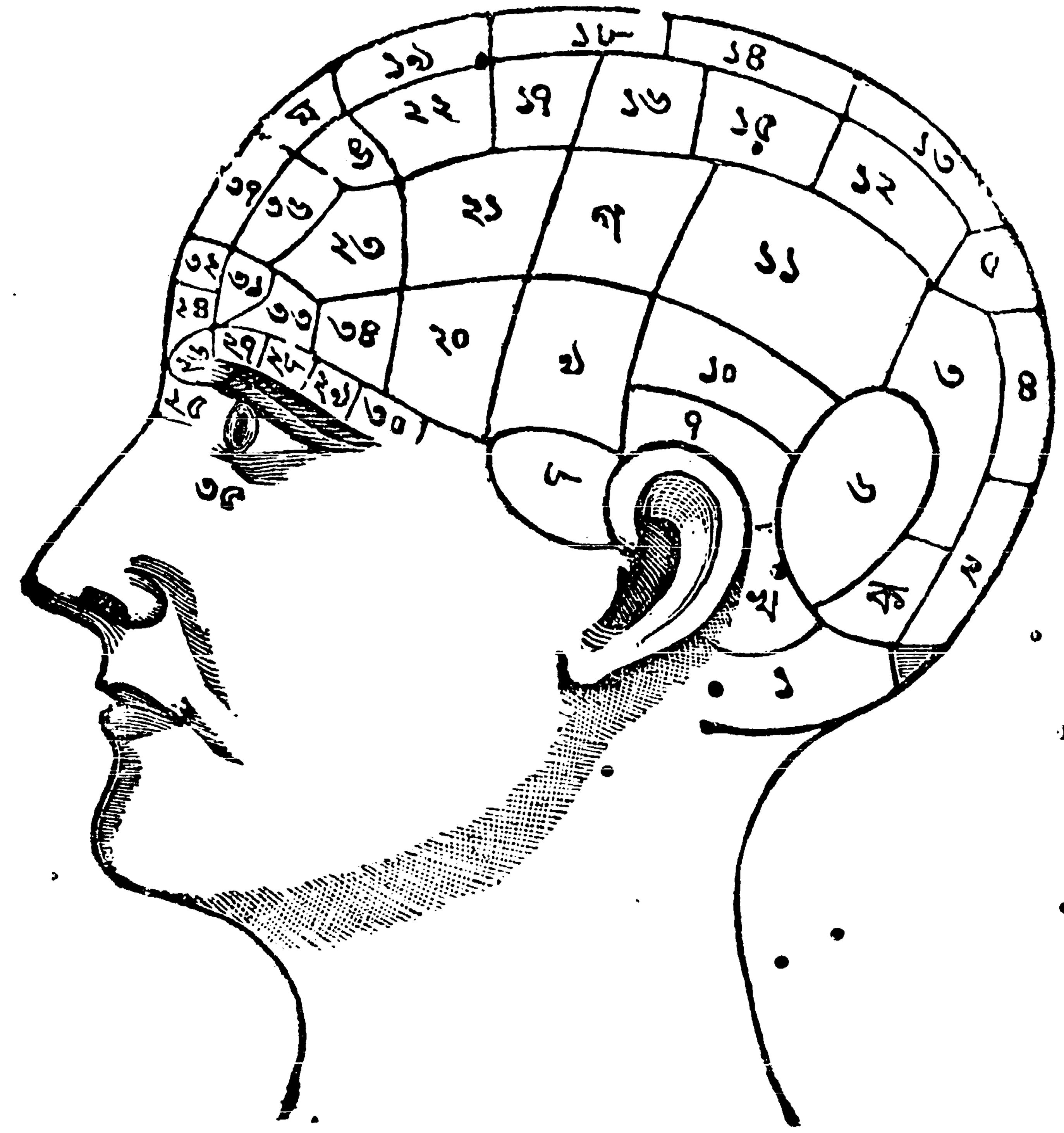

চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)
ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)
২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)
৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)
৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)
৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)
খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)
৬। সাহসিকতা (Combativeness.)
৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)
৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)
৯। অর্জ্জন-স্পৃহা (Acquisitiveness.)
১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)
১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)
১৩। আত্মাভিমান (Self-esteem.)
১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)
১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)
১৬। আশা (Hope.)
১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)
১৮। ভক্তি (Veneration.)
১৯। বদান্যতা (Benevolence.)
২০। নির্ম্মাণ-ক্ষমতা (Constructiveness.)
২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)
প। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)
২২। অনুকরণ (Imitation.
২৩। রহস্য-প্রিয়তা (Mirthfulness.)
২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)
২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)
২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)
২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)
২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)
২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)
৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)
৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)
৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)
৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)
৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)
৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)
৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)
৩৭। তুলনা-জ্ঞান (Comparison.)
ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)
ঙ। মিষ্ট-ভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৮

"১১" চিহ্নিত স্থান সাবধানতা-সূচক।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক উৎসাহের সহিত কোনও বিষয়ের বিচার করিতে সমর্থ হইলেও গর্ব্বিত এবং অনেক সময় অসতর্ক হইয়া থাকে।

সাবধানতা স্থানের সহিত আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) নিম্ন হইলে জাতক কোনও বিষয়ের বিচারকালীন আপনার অপেক্ষা অন্যের যুক্তিপ্রদর্শনে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করে।

সাবধানতা স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) উচ্চ হইলে জাতক সন্তানগণকে অধিক আদর দিয়া অবাধ্য এবং উদ্ধত করিয়া তুলে।

পূর্ণ। সাবধানতার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক পরিণামদর্শী এবং সাবধানী হয়। ইহার সহিত সাহসিকতার স্থান উচ্চ এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) অত্যুচ্চ হইলে, জাতক মানসিক-দুর্ব্বল এবং মধ্যমরূপ সাবধানী হইয়া থাকে।

সাবধানতা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ হইলে জাতক অর্থ এবং ভূমি-সম্পত্তি রক্ষণে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

সাবধানতা স্থানের সহিত, কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) সাধারণ হইলে জাতক অল্পরূপ পরিণামদর্শী এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষা উপস্থিত সময়ে কৌশল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।

সাধারণ। সাবধানতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক মধ্যমরূপ সাবধানী এবং পরিণামদর্শী হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে, জাতক বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

সাবধানতা স্থানের সহিত কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) এবং আশা ও সাহসিকতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হয় এবং প্রায়ই অসাবধানতার নিমিত্ত বিপদগ্রস্ত হয় না। কিন্তু যদ্যপি সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা ও আশার স্থান উচ্চ এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান পূর্ণ বা সাধারণ হয়, তাহা হইলে জাতক সতত উন্ম, কৌশলাভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী এবং দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

নিম্ন। সাবধানতার স্থান নিম্ন হইলে জাতক অসভ্য, সাবধানী এবং হতভাগ্য হয়। ইহার সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং বিশেষ বিপদে পড়িয়া থাকে।

অতি নিম্ন। সাবধানতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক দুশ্চরিত্র এবং অতিশয় অসাবধানী হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। ধরনীধর বাবুর মত এরূপ সাবধানী লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইঁহার সকল কার্য্যেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিশেষ সাবধানতা। পাছে জিনিশ-পত্র চুরী যায়, এই আশঙ্কায় তিনি বাটীতে ভিক্ষুকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুমতি ব্যতীত অপরিচিত ব্যক্তির বাটী প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একবার দ্বারবান পাঁড়ে ঠাকুর জনৈক ভদ্রলোককে বাবুর অনুমতি না লইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিয়াছিল। ধরনীধর বাবু এ নিমিত্ত ক্রোধান্ধ

হইয়া সেই দিনেই তাহাকে কার্য্য হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। ভৃত্যেরা বাবুর ভয়ে সতত শঙ্কিত থাকিত। একদিন তাঁহার এক পুরাতন ভৃত্য দৈবক্রমে একটী ঝাড়ন হারাইয়া ফেলে,—বাবু বেতন দিবার সময় তাহা হইতে ঝাড়নের পুরা মূল্য কাটিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত হন নাই। একদা ধরনীধর বাবু কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ছোট মেয়েটী গহনা পরিয়া বাহির বাটীতে একা খেলা করিতেছে। সালঙ্কৃতা কন্যাকে এরূপ একা খেলিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার রক্ষয়িত্রী শ্যামা দাসীকে ডাকিলেন। শ্যামা ভিতর বাটী হইতে বাবুর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া থিড়্কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। সেই দিন হইতে তিনি, কন্যার গাত্র হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইলেন। ধরনীধর বাবুর এত সাবধানের কারণ—তাঁহার মস্তকে সাবধানতার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল।

ধরনীধর বাবু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, প্রতিবাসী হরিদয়াল বাবু ঠিক তাঁহার বিপরীত ছিলেন। হরিদয়াল বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিবার কাহারও নিষেধ ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকই নানা সূত্রে তাঁহার বাটীতে আগমন করিত,—জিনিশ-পত্রও প্রায়ই চুরী যাইত; কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়াও মনোযোগী হইতেন না। একদিন তাঁহার পাঁচ বৎসরের পুত্র জ্যোতিষ রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সে সময় এক খানি গাড়ী আসিয়া পড়ে। যদ্যপি জনৈক পথিক তাহাকে না ধরিত, তাহা হইলে হয় তো সেই দিনই বালকের মৃত্যু ঘটিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়াও হরিদয়াল বাবু, বালকের "রাস্তায় বাহির হওয়া" বন্ধ করা সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই। বাটীতে বামাচরণ নামে এক ভৃত্য ছিল, সে সুযোগ পাইলেই বাটীর জিনিশ-পত্র চুরী করিত—মাঝে মাঝে ধরাও পড়িত। কিন্তু হরিদয়াল বাবু, ভৃত্যকে কোনও রূপ শাসন করিতেন না। বামাচরণের এইরূপে সাহস বাড়িয়াছিল; এক দিন শুনা গেল, উক্ত ভৃত্য হরিদয়াল বাবুর সোনার চেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সমুদয় অলঙ্কার চুরী করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হরিদয়াল বাবুর এরূপ উদাসীনতার কারণ, তাঁহার মস্তকে সাবধানতার স্থানের নিম্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চিত্র—নং ৯

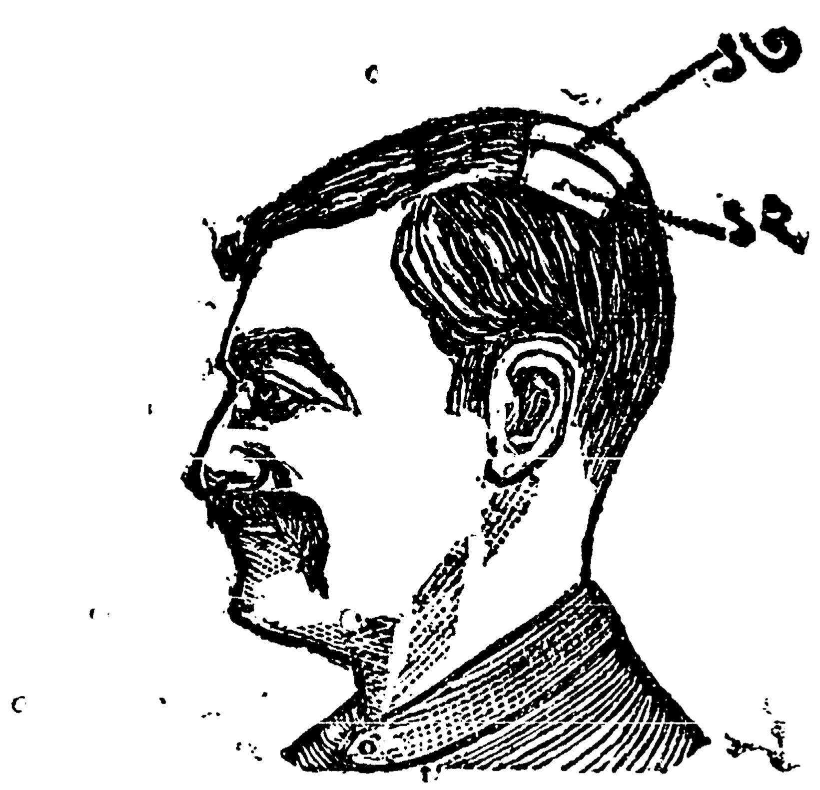

"১২" চিহ্নিত স্থান যশোলিপ্সা সূচক।

যশোলিপ্সা।

আত্মাভিমানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) ঠিক নিম্নে যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২)।

অতি উচ্চ (very large)। যশোলিপ্সার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক লোক-নিন্দায় আন্তরিক কাতর এবং সুখ্যাতিতে বিশেষ আনন্দিত হয় ; কিন্তু স্বয়ং স্পষ্টভাবে কোনও প্রকার অহমিকা প্রকাশ করে না। বস্তুতঃ ইহারা সাধারণের নিকট যশোভাজন হইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সার সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং দৃঢ়তার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) স্থান মধ্যমরূপ উচ্চ (moderate) হইলে, জাতক তাহার প্রতি কাহারও মতামত প্রকাশ সহ্য করিতে পারে না।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) সাধারণ হইলে, জাতক সুখ্যাতির কার্য্য না করিয়া সুযশ প্রার্থনা করে। কিন্তু যদ্যপি যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক প্রধানতঃ সৎকার্য্য সাধন করিয়া যশঃপ্রার্থী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত কল্পনা-শক্তির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) উচ্চ এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক অসার

গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা সদ্‌গুণে হৃদয় ভূষিত করা অপেক্ষা বাহ্যিক-সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং স্বীয় বহির্ব্বাটী খানি নয়নরঞ্জন করিয়া চিত্রিত ও বিবিধ আসবাবে ইহার পারিপাট্য সাধন করিতে যত্নশীল হয়। ফলতঃ এইরূপ ভাবে চলিয়া সর্ব্বশেষে ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক অর্থের অহঙ্কার করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ভাষা-জ্ঞানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) উচ্চ হইলে, জাতক অসার দীর্ঘ কথোপকথনে অধিক সময় নষ্ট করে।

উচ্চ (large)। যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যশোলোলুপ, লোকনিন্দায় অসন্তুষ্ট ও প্রশংসায় তুষ্ট, আত্ম-শ্লাঘাকারী, তাহার প্রতি সাধারণের ধারণা জানিতে ইচ্ছুক, কোমল-হৃদয়, সচ্চরিত্র, লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে ইচ্ছুক, সামাজিক, সভ্য এবং বড়লোক হইতেও বড় কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—৮, চিহ্ন—১১) উচ্চ ও আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) মধ্যমরূপ উচ্চ হইলে জাতক লোক-নিন্দা-ভয়ে ভীত এবং সাধারণের সন্তোষজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে জাতক, ভবিষ্যতে নিশ্চয় যশঃ লাভ করিতে পারিবে, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত লোক-নিন্দা উপেক্ষা পূর্ব্বক সৎপথাবলম্বী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বদান্যতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) উচ্চ হইলে, জাতক পরোপকার করিয়া সুখ্যাতি লাভে ইচ্ছুক হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক অন্য লোক অপেক্ষা বন্ধুগণের নিকট যশঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সাধারণ-সমীপে

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিবিধ।

(কেশ)

১। যদ্যপি কেশ ঘন, কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, তাহা হইলে জাতক নম্র কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং প্রণয় রক্ষণে সমর্থ ও ইহাতে প্রায় নিরাপদ হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক, উত্তেজনা ব্যতীত, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কোনও বিষয়ে অপরিমিতাচারী হয় না।

২। কোনও স্ত্রীলোকের পূর্ব্বোক্তরূপ কেশ হইলে, জাতিকা সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমরূপ আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা, চিন্তাশীলা এবং মধ্যমরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাপন্না হইয়া থাকে। যদিও ইহাদের প্রণয়ের আধিক্য দৃষ্ট হয় না, তত্রাচ ইহারা প্রণয় রক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রণয়াধিক্য জনিত আনন্দের শত্রুতা করে না।

৩। যদ্যপি কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষুদ্র ও কুঞ্চিত হয়, তাহা হইলে জাতক পানদোষরত, বিবাদপ্রিয়, অস্থির-প্রকৃতিসম্পন্ন, অতিশয় কামুক, কার্য্যে শিথিল কিন্তু কোনও আশ্চর্য্যজনক বিষয়ের প্রারম্ভে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়। ইহারা ধনী হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আশা প্রায়ই অপূর্ণ রহিয়া যায়।

৪। উক্ত প্রকার চিহ্নবিশিষ্টা জাতিকার উপরোক্ত প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে।

৫। যদ্যপি কেশ পিঙ্গল বর্ণ, দীর্ঘ ও চিক্কণ হয়, তাহা হইলে জাতক সাধারণতঃ বলিষ্ঠ, একগুঁয়ে, কার্য্যে উৎসাহী, রমণীপ্রিয়, নানাজাতীয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সামান্য কার্য্যেও উৎসাহের সহিত সম্পন্নকারী এবং নম্র প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহারা অল্প বয়সে অযথা পানদোষাসক্ত না হইলে দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

৬। কোনও স্ত্রীলোকের পূর্ব্বোক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা, জাতকের ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ গুণাধিকারিণী হয়, অধিকন্তু ইহারা স্বীয়া চরিত্র, অনুরাগ

বিশেষতঃ প্রণয়ে অতিশয় দৃঢ়া হয়। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা উত্তম, বিশেষ আনন্দ ও উত্তম স্বাস্থ্যলাভ এবং বহু সন্তান-সন্ততি হয়।

৭। যদ্যপি কেশ ক্ষুদ্র ও ঘন হয়, তাহা হইলে জাতক কোনও কার্য্যে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলে প্রতিশোধপরায়ণ এবং জাতিকা বিবাদ-প্রবৃত্তা হইয়া থাকে।

৮। যদ্যপি কেশ অল্প-পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘ ও চিক্কণ হয়, তাহা হইলে জাতক শান্তিপ্রিয়, মহৎ-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সাধ্যানুসারে অনিষ্টের দমনকারী এবং রমণী-সংসর্গপ্রিয় ও তাহাদিগকে কোনওরূপ অপমান হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়। ইহারা কোনও কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তন্নিমিত্ত অনুতপ্ত হয় এবং শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। বস্তুতঃ ইহারা লোক-হিতৈষী, সুশীল এবং দয়ালু হয়।

৯। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে, জাতিকা স্নেহ-প্রকৃতি-বিশিষ্টা, চঞ্চলা, ক্রোধহীনা এবং অযথা প্রণয়াভিলাষ-বিহীনা হয়। ইহাদের স্বাস্থ্য উত্তম হয় কিন্তু বিশেষ সৌভাগ্যবতী হয় না।

১০। যদ্যপি কেশ সুদৃশ্য হয়, তাহা হইলে জাতক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল, অধিক চিন্তা (বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে) রত, কার্য্যতৎপর, এক কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বিরত এবং ইন্দ্রিয়-সংযমী হয়। ইহারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না।

১১। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা উত্তম স্বাস্থ্য-বিশিষ্টা, স্বীয় অভীপ্সিত কার্য্য সাধনে দৃঢ়-সংকল্পা, প্রেমোন্মত্তা, সহচর বিহনে সহজ অবস্থায় থাকিতে অক্ষমা, স্বীয় প্রশংসাবাদ বিশেষতঃ আত্ম-সৌন্দর্য্যের যশোকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে পরম পুলকিতা এবং নৃত্যাদিতে আমোদিনী এবং দীর্ঘায়ুর্বিশিষ্টা হইয়া থাকে।

১২। যদ্যপি কেশ দীর্ঘ ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক চতুর, শিল্পবিদ্, প্রবঞ্চক, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুরক্ত, চঞ্চল-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সতত ভ্রমণশীল, প্রণয়-সুখ-ভোগাভিলাষী, অর্থ-লোলুপ ও নির্ব্বোধের ন্যায় ধনক্ষয়-কারী হয় এবং কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যে পর্য্যন্ত না ইহার সুফল প্রাপ্ত হয়, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কোনও বাধা বিপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তদ্বিষয়ে নিযুক্ত থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু হয় কিন্তু বিবেচনা

করিয়া, ভীরু অপবাদ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সাহসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

১৩। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা বাগাড়ম্বর-প্রিয়া, দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতিবিশিষ্টা এবং অতিশয় ভোগাভিলাষ-পরায়ণা হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতিকারা সাধারণতঃ ভীষণা হয় এবং অযথা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রা হওয়ায় দীর্ঘজীবি হয় না। ইহারা অবিশৃঙ্খল ভাবে, নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থা হয় এবং এ কারণ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে হতাশ হইয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধা হইয়া উঠে।

১৪। যদ্যপি কেশ মস্তকের সম্মুখভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক জ্ঞানী হইলেও দুর্ব্বল-হৃদয় এবং আপনাকে ন্যায়বান ভাবিলেও প্রকৃত পক্ষে প্রবঞ্চকের কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে ইহারা প্রায়ই ভগ্ন-মনোরথ হয়, একারণ ইহাদের সম্ভ্রমের হানি হয় অথবা বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে ব্যয় হ্রাস করিতে হয়।

১৫। যদ্যপি কেশ পশ্চাদ্ভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক একগুঁয়ে, খিট্‌খিটে, ক্রোধী এবং অনধিকার সত্ত্বেও প্রভুত্বাভিলাষী হয়। যদ্যপি কেহ ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে ক্রোধের আর সীমা থাকে না। অসম্ভব (আজগুবি) কথা শুনিতে ও শুনাইতে ইহারা বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহারা সুনিপুণ গৃহস্থ হয় এবং স্বীয় পরিবার মধ্যে যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না।

১৬। যদ্যপি কেশ কপালের দিকে ধনুকের ন্যায় গোলাকৃতি হয় এবং রগের দিকে খাঁজকাটার ন্যায় না হয়, তাহা হইলে জাতক বা জাতিকা নিরীহ, অসন্দিগ্ধ, বিশেষরূপ কার্য্যতৎপর না হইলেও সকল বিষয়ে মধ্যমাচারী এবং উদ্যমশীল হইয়া থাকে। ইহারা নম্র, সচ্চরিত্র, সৌভাগ্যবান এবং সুখী হয়।

১৭। যদ্যপি কেশ রগের উপর খাঁজকাটার ন্যায় হয়, তাহা হইলে জাতক সামাজিক, অটল-হৃদয়, সচ্চরিত্র, বিজ্ঞ, কার্য্যে মনোযোগী, শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্ল এবং দীর্ঘজীবি হয়।

১৮। যদ্যপি কেশ কপালের নিম্নভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক স্বার্থপর, মতলববাজ, উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট, অসামাজিক এবং পানদোষরত হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

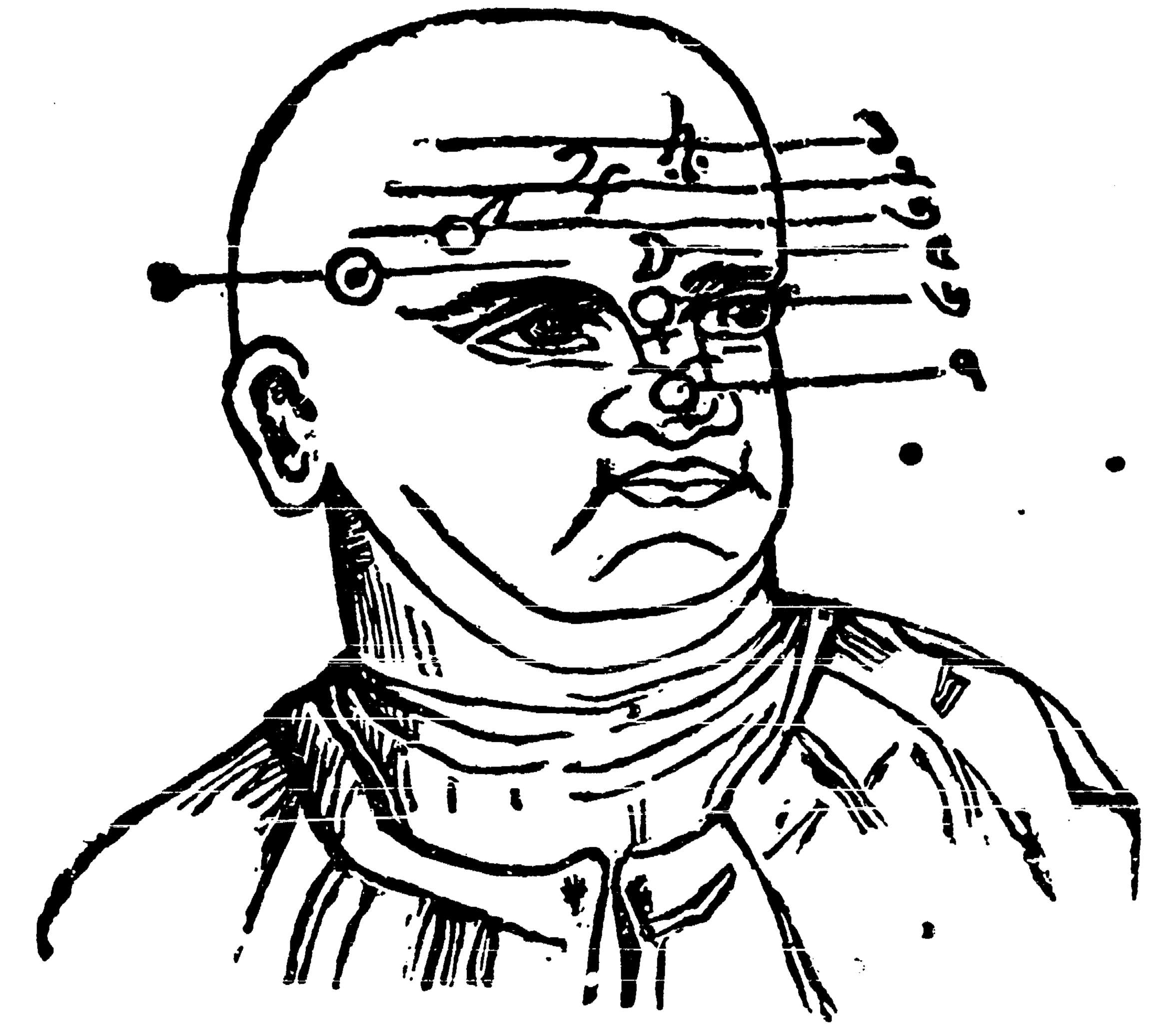

(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)